



## বিশেষ ছাড়ে জমজমাট প্রাণের প্যাভিলিয়ন

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রতি বছরের মতো এবারও বিশেষ ছাড় ও শতাধিক নতুন পণ্য নিয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'প্রাণ'। ঢাকার পূর্বাচলে আয়োজিত মেলায় এক হাজারের বেশি পণ্যের সমাহারে সাজানো হয়েছে 'প্রাণ'-এর ১০টি প্যাভিলিয়ন ও স্টল।

প্রাণ গ্রুপের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মেলা উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি দর্শনার্থীদের জন্য দিচ্ছে ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। সর্বনিম্ন ৫০ থেকে শুরু করে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন মূল্যের ১৫০টি অফার প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া শতাধিক নতুন পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট ও বেকারি, মসলা, দুগ্ধজাত ও ফ্রোজেন খাবার, কোমল পানীয়, নুডলস ও চকলেট।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, 'নতুন পণ্য ও সেবা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য বাণিজ্য মেলা একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম। এবারও আমরা ফ্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য নিয়ে অংশ নিয়েছি। বিশেষ অফার ও প্যাকেজের কারণে ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

প্রাণের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) মো. আলী হাসান বলেন, 'দর্শনার্থীরা যেন একই ছাদের নিচ থেকে প্রাণ-এর সব পণ্য সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে, সেজন্য আমরা প্রাণ নামে একটি প্রিমিয়ার

প্যাভিলিয়ন করেছি। মেলায় প্রবেশ করলে উত্তর দিকে মূল ভবনের ঠিক পেছনে ২,৫০০ বর্গফুটের বিশাল এ প্যাভিলিয়নে এক হাজারের বেশি পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা এখানে প্রাণের সকল পণ্য অন্তত ১০ শতাংশ ছাড়ে পাচ্ছেন।'

প্রাণ জানায়, মেলায় প্রবেশ পথের ডান পাশে দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে জনপ্রিয় বিস্কুট ব্র্যান্ড-বিস্কুট ক্লাবের প্যাভিলিয়ন। এখানে বিস্কুট ও 'অলটাইম' ব্র্যান্ডের বিভিন্ন বেকারি পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। সর্বনিম্ন ৫০ থেকে শুরু করে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামের ২৭টির বেশি আকর্ষণীয় অফার প্যাকেজসহ বিভিন্ন পণ্যে মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে।

মেলায় প্রাণের অন্যতম আকর্ষণ জনপ্রিয় নুডলস ব্র্যান্ড 'মি. নুডলস'-এর ১০ নম্বর প্যাভিলিয়ন। কোরিয়ান স্টাইলের দৃষ্টিনন্দন এই প্যাভিলিয়ন থেকে দর্শনার্থীরা ১০টি ভিন্ন স্বাদের নুডলসের ওপর বিশেষ অফার পাচ্ছেন। ১,৪০০ টাকা দামের পণ্য কার্গো বক্সে বিশেষ ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১,০০০ টাকায়। এছাড়া এই প্যাভিলিয়ন থেকে দর্শনার্থীরা 'ইলট্যান্ট কাপ নুডলস' উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন।

মেলায় আসা দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় অফারে বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে প্রাণের জনপ্রিয় ফাস্টফুড ব্র্যান্ড 'টেস্টি ড্রিট' ও 'ফ্রাই বাকেট', মিস্টার ব্র্যান্ড 'মিঠাই' এবং ফ্রোজেন আইটেমের ব্র্যান্ড 'বটপট'-এর স্টলে।



# কী কী সুবিধা পাবে বাংলাদেশ

## জাপানের সঙ্গে প্রথম ইপিএ

আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি জাপানের রাজধানী টোকিওতে দেশটির সঙ্গে এই চুক্তি সই করবে বাংলাদেশ।

ফখরুল ইসলাম, ঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) সই করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাপানের রাজধানী টোকিওতে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি এই চুক্তি সই হবে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভুটানের সঙ্গে অগ্রাধিকার বাণিজ্যচুক্তি (পিটিএ) ছাড়া আর কোনো দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক কোনো অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যচুক্তি নেই। জাপানের সঙ্গে ইপিএ সইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ এ প্রক্রিয়া শুরু করবে। সরকার মনে করছে, এতে শুধু বাণিজ্যই নয়, বরং বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনার দ্বারও খুলবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও যুক্তরাষ্ট্রনির্ভরতা কমবে, অন্যদিকে জাপানই বাংলাদেশের বড় বাজার হয়ে উঠবে। তবে কিছু ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ-জাপান ইপিএর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ক্ষমতাসূচ্য আওয়ামী লীগের আমলে। তখন দর-কষাকষির ভিত্তি তৈরিতে গঠন করা হয় যৌথ গবেষণা দল। ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর দলটির প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১৭টি খাত তুলে ধরে সমন্বিতভাবে দর-কষাকষির পরামর্শ দেওয়া হয়। ওই প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী আলোচনা এগোয়।

২০২৪ সালের ১২ মার্চ উভয় দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ইপিএ নিয়ে দর-কষাকষির ঘোষণা দেয় এবং মে মাসে ঢাকায় প্রথম রাউন্ডের আলোচনা শুরু করে। একই বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আলোচনা থমকে যায়। অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন করে আলোচনায় বসে এবং এক বছরের মধ্যে চুক্তি সইয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

এরপর ঢাকা-টোকিও-ঢাকা—এভাবে মোট সাত দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালের নভেম্বর ঢাকায় দ্বিতীয়, ডিসেম্বরে টোকিওতে তৃতীয় রাউন্ড আলোচনা হয়। ২০২৫ সালে ঢাকায় চতুর্থ, টোকিওতে পঞ্চম, ঢাকায় ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ সেপ্টেম্বরে টোকিওতে সপ্তম ও চূড়ান্ত রাউন্ডের আলোচনার মাধ্যমে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ২২ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের সঙ্গে ইপিএ সইয়ের কথা জানায়।

বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'জাপানের সঙ্গে ইপিএ সই হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি। এ জন্য বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে আমিও টোকিও যাচ্ছি। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি এই ইপিএর বড় দিক হচ্ছে জাপানে বাংলাদেশিদের জন্য সেবা খাত উন্মুক্ত হচ্ছে।'

ইপিএ মূলত দুই দেশের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য পরিসর তৈরির পরিকল্পনা। এর আওতায় শুল্ক ও অশুল্ক বাধা কমানো, আমদানি কোটা সংশোধন, পণ্য ও সেবা বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ

## বাংলাদেশ-জাপানের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

অর্থবছর	আমদানি	রপ্তানি
২০১৯-২০	১৪২	১৪৭
২০২০-২১	১৫০	১৩১
২০২১-২২	২৩৫	১৪৫
২০২২-২৩	২৬০	১৭১
২০২৩-২৪	১৮১	১৩১

হিসাব কোটি ডলারে

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

- ▶ দেশে বিনিয়োগ, সেবা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে।
- ▶ বাংলাদেশের ৭,৩৭৯টি পণ্য জাপানের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।
- ▶ জাপানের জন্য বাংলাদেশের ৯৭টি উপখাত উন্মুক্ত হবে।
- ▶ বাংলাদেশের জন্য জাপানের ১২০টি উপখাত উন্মুক্ত হবে।

সহযোগিতার কাঠামো তৈরি করা হয়। চলতি ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। উত্তরণের পর উন্নত দেশগুলোর বাজারে শুল্কসুবিধা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই জাপানের সঙ্গে ইপিএ দীর্ঘ মেয়াদে বাজারসুবিধা ধরে রাখার একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

### শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার

চুক্তি সইয়ের দিন থেকেই বাংলাদেশের ৭ হাজার ৩৭৯টি পণ্য জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। অন্যদিকে জাপানের ১ হাজার ৩৯টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে একই সুবিধা পাবে। ইপিএর মাধ্যমে বাংলাদেশের ৯৭টি উপখাত জাপানের জন্য উন্মুক্ত হবে। অন্যদিকে জাপানের ১২০টি উপখাত উন্মুক্ত হবে বাংলাদেশের জন্য। পণ্যের পাশাপাশি সেবা, বিনিয়োগ এবং সহযোগিতাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এটি বাংলাদেশের সামনে পণ্য রপ্তানির জন্য বড় সুযোগ তৈরি করবে। জাপান বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) দেওয়া এক নোটিফিকেশনে ২০২৯ সাল পর্যন্ত এলডিসি ও এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়া দেশগুলোকে জিএসপি সুবিধা দেওয়ার কথা জানিয়েছে। ইপিএকে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি নিশ্চয়তা হিসেবে দেখছে। কারণ, জিএসপি সাময়িক হলেও ইপিএ একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, বাংলাদেশকে সব সময় ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু ভিয়েতনামের চুক্তি আছে ৩০টি দেশের সঙ্গে। বাংলাদেশ মাত্র শুরু করছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক অর্থনৈতিক চুক্তি করা যাবে। এতে এলডিসি থেকে

উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ হবে।

জাপান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জেবিসিসিআই) মহাসচিব মারিয়া হাওলাদার প্রথম আলোকে বলেন, 'চুক্তির খসড়ায় কী আছে, তা পুরোপুরি জানি না। তবে বুঝতে পারি যে এতে বাংলাদেশ লাভবান হবে। বাংলাদেশের শুল্কপ্রক্রিয়া নিয়ে জাপানের মাথাব্যথার কথা বরাবরই জেনে এসেছি। ইপিএ সই হলে তা থাকবে না বলে ধরে নিতে পারি।'

### সম্ভাব্য লাভ ও ক্ষতি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, আগে জাপানের কাছে বেশি বিনিয়োগ চাইলেও কাঠামোগত চুক্তি না থাকায় বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হতো। সেই বাধা দূর করবে ইপিএ। অবকাঠামো, উৎপাদন, অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তি খাতে জাপানি বিনিয়োগ বাড়বে। জাপানের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের শিল্প যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

এ ছাড়া ইপিএ কার্যকর হলে প্রথমেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়বে। তৈরি পোশাক, চামড়া, হালকা প্রকৌশল, কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য জাপানের বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হবে। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ প্রায় ৫০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বৈশ্বিক পরিসরে খুবই কম।

এ ছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হবে। জাপানের উচ্চ মানদণ্ড অনুসরণ করতে গিয়ে দেশীয় শিল্পের মানোন্নয়নও হবে। ২০২৬ সালের পর এলডিসি সুবিধা কমবে। জাপানের সঙ্গে ইপিএ এই ধাক্কা সামাল দিতে সহায়ক হতে পারে।

তবে ইপিএ পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত নয়। শুল্ক কমলে জাপানের উন্নত প্রযুক্তির পণ্য সহজে বাংলাদেশের বাজারে ঢুকবে। এতে কিছু দেশীয় শিল্প, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতার চাপে পড়তে পারেন। আমদানি শুল্ক কমার কারণে সরকারের রাজস্ব আয় কমার আশঙ্কাও রয়েছে। এ ছাড়া জাপানের বাজারে প্রবেশের জন্য কঠোর মান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রস্তুতি না থাকলে প্রত্যাশিত রপ্তানি সুবিধা পুরোপুরি না-ও মিলতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইপিএ থেকে সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে খাতভিত্তিক প্রস্তুতি, শিল্পের সক্ষমতা বাড়ানো এবং রাজস্ব কাঠামোয় সংস্কার জরুরি। সঠিক প্রস্তুতি থাকলে জাপানের সঙ্গে প্রথম ইপিএ বাংলাদেশের জন্য এলডিসি-পরবর্তী সময়ে বড় সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এলডিসি উত্তরণকে টেকসই করার ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে ইপিএ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, এতে শুধু বাজারসুবিধা নয়, সেবা খাতের দুয়ারও খুলবে। আর রাজস্ব প্রভাব কতটা পড়বে, তা জানা নেই। তবে আন্দাজ করতে পারি ইপিএ থেকে বাংলাদেশ একটু বাড়তি সুবিধা পাবে। জাপান বিনিয়োগ সরিয়ে আনছে চীন থেকে। এটা কাজে লাগানো যায়।

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, জাপানের সঙ্গে ইপিএ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি দর-কষাকষি করার পুল তৈরি হচ্ছে, যা পরে অন্যান্য দেশ বা অর্থনৈতিক জোটের সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।



# বগুড়ার আলু রফতানি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়াসহ ৭ দেশে



বগুড়ার শিবগঞ্জ রফতানির জন্য আলু প্যাকেটজাত করা হচ্ছে

ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

## বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ বগুড়া

সবজি উৎপাদনের জন্য পরিচিত বগুড়া থেকে আলু রফতানির মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলেছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি ও কাঁচামরিচের পর এবার জেলায় উৎপাদিত আলু যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াসহ সাতটি দেশের বাজারে। চলতি মৌসুমে প্রায় ১০ হাজার টন আলু রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রফতানিকারকরা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সৌদি আরব, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ছাড়াও সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও নেপালে বগুড়ার আলুসহ অন্যান্য সবজি রফতানি হচ্ছে। স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে বিশেষ এজেন্টের মাধ্যমে এসব সবজি সংগ্রহ করে প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠানো হয়। সেখান থেকে জাহাজে করে বিভিন্ন দেশের বাজারে পৌঁছে দেয়া হয়।

বগুড়াকে উত্তরাঞ্চলের 'সবজির জেলা' বলা হয়। এখানকার অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর মাটির কারণে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন হয়।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শীত মৌসুমে জেলায় প্রায় ২৮ প্রজাতির ও গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রায় ২০ প্রজাতির সবজি চাষ হয়। এর মধ্যে আলু অন্যতম ফসল। বগুড়ার শাজাহানপুর, শিবগঞ্জ, শেরপুর, কাহালু ও গাবতলীসহ বিভিন্ন উপজেলায় ব্যাপক আকারে আলুর চাষ হয়ে থাকে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত মৌসুমে বগুড়ায় ১৩ হাজার ২০০ হেক্টর

জমিতে শীতকালীন সবজি চাষ হয়েছে। এ থেকে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার টন। চলতি ২০২৫-২৬ মৌসুমে ১৩ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় তিন লাখ টন সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা থেকে বিভিন্ন ধরনের সবজি বিদেশের বাজারে যাচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থায়। ডিসেম্বরে ফুলকপি ও বাঁধাকপি পাঠানো হলেও এবার যাচ্ছে আলু। উপজেলার কয়েকটি মোকাম থেকে এসব সবজি চট্টগ্রাম হয়ে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মতো স্থানীয় মেসার্স সাগর ট্রেডার্স বিদেশে সবজি রফতানি করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী সাগর হোসেন জানান, শিবগঞ্জসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভালোমানের সবজি সংগ্রহ করে গ্রেডিংয়ের পর

বিশেষভাবে প্যাকেটজাত করা হয়। প্রতিটি প্যাকেটের ওজন সাত কেজির বেশি। পরে সেগুলো কাভার্ড ভ্যানে করে চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জাহাজে করে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। এসব সবজি সাতটি দেশে রফতানি করছে দেশীয় কিছু এজেন্ট।

রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে বিভিন্ন দেশের আমদানিকারকদের কাছ থেকে প্রায় ১০ হাজার টন আলু, পাঁচ হাজার টন ফুলকপি ও বাঁধাকপি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাঁচামরিচ ও টমেটোর চাহিদা পাওয়া গেছে।

কৃষকরা বলছেন, রফতানির কারণে আলুর ন্যায্যমূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় বাজারে নতুন আলু প্রতি মণ ১১০০ থেকে ১৬০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে হিমাগারে সংরক্ষিত পুরনো আলু তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হলেও রফতানি বাড়লে দাম আরো স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করছেন তারা।

শিবগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল হামান জানান, রফতানিযোগ্য আলু উৎপাদনে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া গুণগত মান নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে তদারকি করা হচ্ছে। পাশাপাশি রফতানির আগে প্যাকেজিং ও মান পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কর্মকর্তা মাসুদ রানা বণিক বার্তাকে বলেন, 'এর আগেও বগুড়া থেকে আলুসহ বিভিন্ন সবজি সিঙ্গাপুরসহ কয়েকটি দেশে পাঠানো হয়েছে। নিয়মিতভাবে রফতানি অব্যাহত থাকলে স্থানীয় কৃষকরা আরো লাভবান হবেন। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন একটি খাত তৈরি হবে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আলু রফতানির এ ধারা ধরে রাখা গেলে বগুড়া তথা উত্তরাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক রফতানি আয়ে বড় অবদান রাখবে এ খাত।



# RMG exporters worry over possible order shift

JASIM UDDIN

Apparel exporters have raised concerns that the government's proposed 20 per cent safeguard duty on yarn imports, aimed at protecting local spinning mills, could push buyers to shift orders to other countries.

According to industry sources, some buyers have already expressed worries as they have nominations to import yarn from Indian spinners due to lower production costs.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) Executive President Fazlee Shamim Ehsan has told The Financial Express buyers typically shift sourcing countries if the production cost gap exceeds 5 per cent.

"Some of our buyers have already conveyed concerns over the government's recent move to impose a safeguard duty on yarn imports," he notes. He adds that there is a 30-50 cent production cost gap per kg between Indian and Bangladeshi yarn,

- BD, Indian yarn production cost gap 30-50 cents per kg
- Some buyers already expressed worries

and the government should consider alternative incentives instead of tariffs.

"Imposing a safeguard duty will not be an appropriate way to encourage the use of higher-cost local yarn," he says.

Referring to a previous incident of yarn import suspension through land ports, Ehsan says a leading UK buyer relocated part of its orders to India due to the disruption despite importing significant volumes of apparel from Bangladesh for its Indian retail market.

The ongoing dispute between Bangladeshi textile millers and apparel exporters over yarn imports has left buyers concerned.

Leaders of both associations are lobbying the government for support, but their demands are contradictory, industry insiders say.

Tensions escalated after the government suspended yarn imports through land ports, responding to demands from local millers.

Apparel exporters termed the decision a hasty one. Currently, spinners are requesting the government to either impose a safeguard duty on yarn imports or exclude 10-30 count yarn from the duty-free import bond facility.

Apparel and knitwear manufacturers, however, oppose these measures, arguing that the tariffs will raise production costs, force them to buy higher-cost local yarn, and hurt exports.

"If the government makes such a decision, it will push up production costs and may force buyers to move orders abroad," says Urmi Group Managing Director Asif Ashraf.

He says restricting imports is illogical in a free-market economy.

The government could study the reasons behind the loss of price competitiveness of local spinners, he also says.

Citing the recent hike in gas prices as a key factor eroding competitiveness, he recommends gas subsidies to help spinners remain competitive in the export market.

"Gas subsidies could be a long-term solution. We have to keep the spinning sector alive for a sustainable readymade garment (RMG) industry," says Ashraf.

He also notes that after graduating from the least developed country (LDC) status, the government will no longer be allowed to provide cash incentives for exports under the World Trade Organisation (WTO) rules.

BKMEA's Ehsan points out that previous yarn import suspensions through land ports, in response to millers' demands, failed to make

local spinners' prices competitive.

Referring to yarn import data under the bond facility, he says there was a year-on-year decline during the July-December period of FY26, while imports from India remained stable, reflecting a shift in sourcing amid policy tightening. Data shows yarn imports under bond fell 8.10 per cent to 345,577.82 tonnes between July and December of FY26 from 376,060.4 tonnes in the same period of the previous fiscal year.

In contrast, imports from India declined by 7.60 per cent to 337,854.49 tonnes in July-December of FY26 from 365,563.24 tonnes in the same period of a year ago.

Overall, year-on-year yarn imports declined, indicating subdued demand and efforts to curb bonded imports to protect local spinning mills, while Indian yarn remains competitive due to the cost of production.

The BKMEA executive president also proposes reintroducing the previous 4 per cent cash incentive on the use of local yarn, which is currently 1.5 per cent, to help domestic millers remain competitive in the export market.

[newsmanjasi@gmail.com](mailto:newsmanjasi@gmail.com)

